R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ টাকা

ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলায় ফরাক্কা এলাকায় ব্যাপক ভাঙন

ফরাক্কা : প্রতি বছরের মত এবারও বর্ষায় ব্যারেজের জল ছাড়ার ফলে বিন্দুগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণগ্রাম, বেনিয়াগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মিত হবার আগে গঙ্গার ভাঙনে গ্রামগুলির ক্ষতি হলেও এত ব্যাপক আকারে হয়নি। এবং সে সময় সরকার বা ইঞ্জিনীয়াররা বলেছিলেন, ব্যারেজের লকগেটে জল আবদ্ধ থাকলে গ্রামগুলিতে ভাঙনের আশঙ্কা থাকবে না। জমি বাগান ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু ব্যারেজ চালু হবার পর ফল হলো উল্টো। প্রতি বছরই বর্ষার সময় ব্যারেজের ছাড়া আবদ্ধ জলের সর্বনাশা স্রোতের ধাক্কায় ভাঙন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এ ক'বছরে ভাঙনে বিন্দুগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণগ্রাম পর্যন্ত প্রায় চার মাইল এলাকার লিচু বাগানগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে অধিবাসীদের অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে ফেলেছে।

বহু বাদ প্রতিবাদ আবেদন নিবেদনেও কোন ফল হয়নি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নদীর পারগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানোর কোন ব্যবস্থা করেননি। প্রতি বছরই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্যার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট নিলেন সেচমন্ত্রী, ত্রাণ ব্যবস্থার অবহেলায় আবদুস সাত্তার ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : সাম্প্রতিক বন্যা ও অতি বৃষ্টির ফলে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জরুর, কানুপুর ও রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি মৌজা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৩৫১ হেক্টর জমি ডুবে গিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া ৬৯৫টি মাটির বাড়ী, ৪৩ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, ১১ কিলোমিটার মোরাম রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ৯৫টি গৃহপালিত পশু মারা গিয়েছে। কোন মানুষের জীবনহানির খবর পাওয়া যায়নি। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল কানুপুর। এখানকার পঞ্চায়েত অফিস গৃহটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। নতুনভাবে এটিকে নির্মাণ করতে হবে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি ডি ও আবু সালেহ জানান—এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশ বন্যাপীড়িতকে ২২ কুইন্টাল গম ও ৭টি ত্রিপাল দেওয়া হয়েছে। ষ্টক ফাঁকা। (২য় পৃষ্ঠায়)

রাজনীতির পাকে পড়ে ডি, আর, ডি, এ প্রকল্পের ভরাডুবি

রঘুনাথগঞ্জ : ডি, আর. ডি, এ, প্রকল্পে জঙ্গিপুর সাবডিভিসনের পিছিয়ে পড়া অবস্থার উন্নতির প্রয়োজনে জেলা শাসক স্থানীয় মহকুমা শাসকের চেম্বারে সম্প্রতি এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে মহকুমার বি ডি ও, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি ও ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। জেলার অন্যান্য মহকুমার তুলনায় জঙ্গিপুর মহকুমা ডি, আর, ডি, এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত মহকুমার মাত্র ৩,৭১৩ জন অনুদান পেয়েছেন। টাকার পরিমাণ ৫৩,৪৫,৬২২। বর্তমান আর্থিক বছরে যাতে জঙ্গিপুর মহকুমা অন্ততঃপক্ষে লক্ষ্য মাত্রা পূর্ণ করতে পারে, তার জন্যই জেলা শাসকের এই জরুরী বৈঠক। কিন্তু বৈঠকে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের উপস্থিতির হার জেলা শাসককে হতাশ করে। তিনি এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলেও (২য় পৃষ্ঠায়)

ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে রাজনীতি

মনিগ্রাম : স্থানীয় পঞ্চায়েতের বলরামবাটি গ্রামের তপশীলি ও আদিবাসীরা অঞ্চল প্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা জানান, এস, সি, পি প্রকল্পে গৌড়গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা তাঁরা পাননি। প্রধান গ্রামবাসীদের এ বিষয়ে কোন কিছু না জানিয়েই নিজের ঘরে বসে দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে ঋণ বিলি করিয়েছেন। তিনি যে তালিকা তৈরী করেন তাতে তাঁর নিকট আত্মীয়দের নামও রয়েছে, যাঁরা নিয়মানুযায়ী ঋণ পাবার হকদার নন। বলরামবাটি গ্রামের জনগণ এ ব্যাপারে ব্লক কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

(শেষ পৃষ্ঠায়)

ঢালাও বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় যেভাবে বিশেষভাবে খোঁজ-খবর না নিয়ে ঢালাও বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে বলে শান্তিপ্রিয় মানুষেরা আশংকা করছেন। এর পূর্বে যেহেতু রঘুনাথগঞ্জ থানা বর্ডার এলাকা সেহেতু বন্দুকের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে কড়াকড়ির নির্দেশ বহাল ছিল। কিন্তু বর্তমানে থানা সে কড়াকড়ি বন্ধ রেখে ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছেন। ফলে দুষ্কৃতকারী, ছিনতাই বাজ ও চোরাচালানকারীরাও বন্দুক পেয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য মহকুমা শাসক একটু সজাগ হলেই দেখতে পাবেন, যে সব মানুষ বন্দুকের লাইসেন্স পেয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম তাঁর ফাইলেই স্মাগলার হিসাবে চিহ্নিত আছে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ভাদ্র, বুধবার ১৩৯৪ সাল

প্লাবন বার্ত্তা

এ বৎসরের ভয়াবহ প্লাবন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ভাসাইয়া মধ্যবঙ্গ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতার আশেপাশে তাণ্ডব লীলা করিয়া গেল। বড় বড় সংবাদপত্রে হেডলাইন হইতে জানা গেল উত্তরে দার্জিলিং এ ধস নামিয়াছে। সিকিম পশ্চিমবাংলা যাতায়াতকারী সড়ক নিখোঁজ হইয়াছে। আসাম হইতে কলিকাতা যাতায়াতের এন, এইচ, থারটিফোর রাজপথ স্থানে স্থানে অংশ চ্যুতিতে অকেজো হইয়াছে। ফলশ্রুতি হাজারে হাজারে মাল বোঝাই লরি আটকাইয়া রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া ধুন্ধুমার কাণ্ড লাগাইয়া দিল। কয়েকদিনেই আদার দর ১০/১২ হইতে ৪০ টাকায় উঠিল। আসামের কলা চালান আসা বন্ধ হওয়ায় কলার দর উঠিল ৮/১০ টাকায়। হাটে বাজারে তরিতরকারী হইতে ফলমূল হইল অগ্নিমূল্য। যাঁহারা ভাসিল তাহারা কোন প্রকারে সরকারী বেসরকারী ত্রাণ শিবিরের আশ্রিত হইয়া নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছেন। এখনও কতদিন যা আশ্রয়, যা খাদ্য করিতে হইবে সেই দুশ্চিন্তায় পুত্রকলত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট সীমাহীন। এই ভয়াবহ বন্যার ফলে বামফ্রন্ট সরকারের পরীক্ষা হইয়া গেল। যতই নিনাদিত হউক ত্রাণ অপ্রতুল, সঠিক ভাবে কাজ হইতেছে না। তবুও ইহা নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে বামফ্রন্টের মন্ত্রী মণ্ডলী এই বন্যার ভয়াবহতার মুখে তাঁহাদের তৎপরতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সেচমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী সকলেই বন্যার্ত্তদের পাশে ছুটিয়া গিয়াছেন। যেটুকু সম্বল সেটুকু লইয়া সাহায্য আরম্ভ করিয়াছেন। বাকীটুকুর জন্য কেন্দ্রের সহানুভূতি দাবী করিয়াছেন। সাদা কথায় বসিয়া হা হুতাশ করিয়া শুধুমাত্র কেন্দ্রের কাছে দাবী জানাইয়া নিশ্চিন্তে থাকেন নাই। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া অবশ্য মুর্শিদাবাদের বহুতালী, সিধোর, বংশবাটী প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাঁহাদের অবসর মিলে নাই। জঙ্গিপুর ২নং ব্লক ও সুতী ১নং ব্লকের বন্যা-পীড়িত মানুষ সঠিকভাবে সাহায্য পান নাই তথাপি বলিতে হইবে সরকার তৎপর ছিলেন। তাহা না হইলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরোও বেশী হইত। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যোগ দিয়াছিল জলাধারগুলি হইতে জল ছাড়ায় সৃষ্ট বন্যা। যাহার ফলে বর্ষার দুর্দামতা না থাকা সত্ত্বেও ডুবিয়া গেল সিউড়ী, বোলপুর, রামপুরহাট ও কান্দী মহকুমা। আরামবাগ নদীয়াও ভাসিল। নবদ্বীপ শহর জলে জলে জলময়। এই বন্যার তাণ্ডব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলেও সংবাদপত্রের পাতা খুলিলে দৃষ্টিগোচর হইবে ১৩২৯ সালে এইরূপ ভাবেই উত্তরবঙ্গ ডুবিয়া গিয়াছিল। শরৎ দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর সংবাদের ৯ম বর্ষের ২০শ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—'আমাদের এতদঞ্চলে তেফলা বন্যা দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এবারকার মত স্থায়ী বন্যা কখনও দেখি নাই। বন্যা আসিয়াছিল এদেশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এই প্লাবনে উত্তরবঙ্গ একেবারে উৎসন্নে গিয়াছে। রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় নিম্নতম অংশগুলি জলে নিমগ্ন। ৭/৮ হাত জল হওয়ায় লোকের বাড়ী ঘর সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। মানুষ এবং গবাদি পশু অনেক মারা গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ঘরের চালা, রেললাইনের উপর এবং কোন উচ্চ স্থানে আশ্রয় লইয়া অনাহারে অনিদ্রায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মানুষের হৃদয় বিদারক অবস্থা কি ভগবদ্দণ্ড না পরীক্ষা? আমরা বলি পরীক্ষা। কেননা তিনি দেখিতেছেন যে তোমরা যে স্বরাজ স্বরাজ করিতেছ তাহার উপযুক্ত হইয়াছ কিনা? এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দ্বারা তিনি একেবারে দুই সম্প্রদায়কেই পরীক্ষা করিবেন। প্লাবন পীড়িত দুঃস্থ জনগণকে পরীক্ষা করিতেছেন যে তাদের হৃদয়ে কত সহে। অপর সমৃদ্ধ অট্টালিকাবাসী ও গৃহস্থগণকে পরীক্ষা করিতেছেন যে তাদের হৃদয় আছে কিনা? ভাই এর কষ্টে ভাইয়ের প্রাণ কাঁদে কিনা। বিপন্ন আর্ত্তের কষ্টে দেশবাসী আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছে কিনা?' এবার বন্যাও ভগবানের পরীক্ষা বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি দেখিতে চাহিতেছেন জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের জনতার প্রতি দরদ আন্তরিক কিনা? দিল্লীর রাজশক্তি আর্ত বাঙালী ও আসামীর সেবায় ছুটিয়া আসেন কিনা? মানুষের দুর্দশা লইয়া রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতির কূট চাল চালেন কিনা? দেখা গেল রাজশক্তি যাহাই করুন না কেন আমাদের দেশের ব্যবসাদারদের অন্তঃকরণে দুঃস্থের প্রতি দরদের লেশ মাত্র নাই। তাঁহারা এই সুযোগে নিজেদের মুনাফার স্বার্থে সরিষার তৈল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ভোজ্যদের মূল্য শনৈঃ শনৈঃ উর্দ্ধমুখী করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরের লোলুপতার বীভৎস রূপ বাহিরে প্রকট করিয়া সকলের অভিশাপ কুড়াইলেন। সরকারের কঠোর হুমকির বিরুদ্ধে ধর্মঘটে নামিবার হুমকি দিয়া মোকাবিলা করিতে চাহিলেন। তাঁহারা দেখাইলেন দেশের মানুষ চুলায় যাক, তাঁহারা তাঁহাদের মুনাফা লইয়া চিন্তায় ব্যস্ত।

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমান অবস্থার মোকাবিলায় অবিলম্বে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, ৫০ কুইন্টাল গম ও ১০০টি ত্রিপলের জন্য ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ত্রাণই এসে পৌঁছায়নি। গত ৩১ আগষ্ট রাজ্যের সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে মহকুমার বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ও ত্রাণের পুরো রিপোর্ট নিয়ে গেছেন।

বিরোধী দলনেতা আবদুস সাত্তার গত ৩০ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সঙ্গে একটি পর্যবেক্ষক দলও ছিল। ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, দুর্গত মানুষদের পাশে তিনি ও সহকর্মীরা কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন, অথচ স্থানীয় সি, পি, এম নেতৃবৃন্দ এখন পর্য্যন্ত কোন বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবার চেষ্টা করেননি, ত্রাণ ব্যবস্থা করাতো দূরের কথা। একমাত্র সেখালীপুরের অঞ্চল প্রধান দিল মহম্মদ সহ-কর্মীদের নিয়ে নিজের ক্ষমতা মত ত্রাণের কাজ করে চলেছেন। আবদুস সাত্তার তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো ও জানান, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কর্মীরা কাজের যোগ্য নন। তাঁরা বিগত বছরের বন্যায় সাহায্য বাবদ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০০ ও আং শক ক্ষতিগ্রস্তদের ২৫০ টাকা দেবার যে সিদ্ধান্ত হয় তাও আজ পর্যান্ত দেবার ব্যবস্থা করেননি।

সংযোজন: ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান—বদ্ধ জল দূষিত হয়ে রোগ ছড়াচ্ছে। আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কয়েকজন ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে বলে খবর। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ব্লিচিং পাউডার বা হ্যালোজেন ট্যাবলেট পাওয়া যায় না। এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ২৮ আগষ্ট ছাত্র পরিষদ ও স্থানীয় কংগ্রেস থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বার করা হয় ও সমস্ত দুঃস্থ ও বিপন্ন পরিবারগুলির জন্য খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়ের দাবী জানানো হয়। ৩১ জুলাই বি, ডি, ও অফিসে গণ ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। একমাত্র ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের সভ্যরাই তাঁদের স্বল্প সামর্থ নিয়ে দুঃস্থদের সেবায় নেমেছেন। সামান্য কিছু বস্ত্র ও চাল আটা জলবন্দী পরিবারগুলোকে বিলি করা হয়েছে। প্রয়োজন অনেক। সরকারী ব্যবস্থা না হলে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা করা সম্ভব না বলেও তাঁরা জানান।

ভরাডুবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়। সারা জেলায় ২৬টি ব্লকের ক্ষেত্রে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের স্থান চব্বিশতম। উপস্থিত অনেকেই অভিযোগ করেন, এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্লক কর্মীদের আশ্চর্য্যজনক অসহযোগিতা। ২নং ব্লকের বি, ডি, ও জানান, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সরকারী নির্দেশ সঠিক ভাবে না মেনে চলায় প্রকল্প ব্যর্থ হতে চলেছে। তার উপর এই ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলেই রাজনৈতিক দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁচেচে। সে কারণেও প্রকল্পের কাজের গতি শ্লথ হচ্ছে। রাজনীতির পাক চক্রে জনসাধারণ সঠিকভাবে ঋণ পাচ্ছেন না।

পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, ভাগীরথী বক্ষে পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবারের মত এবারও জঙ্গিপুর ব্যারেজ ঘাট থেকে বহরমপুর গোরাবাজার পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮১ কিমি এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই সুপ্রাচীন প্রতিযোগিতার ৪৪ বৎসর অতিক্রান্ত হবে বলে ও জানা যায়। এই একই দিনে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে গোরাবাজার পর্যান্ত ১৯ কিমি আর একটি অনুষ্ঠানও বিগত বছরগুলির মত অনুষ্ঠিত হবে।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; MURSHIDABAD (W. B.)

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 19-8-87 to 12-9-87 from 9 00 to 12 00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt. of EMD cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Construction of reinforced cement concrete covered drains and brick masonry drains in CISF colony near ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 628/T-71/87	4·5 Lakhs	Rs. 9000/- Rs. 50/-	Eight (8) months	14 9 87 at 3 p. m.
2.	Operation & Maintenance of water supply system at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 978/T-72/87	0.25 Lakh	Rs. 500/- Rs. 25/-	One (1) year	14-9 87 at 3 p. m.
3.	L. T. distribution and area illumination of the proposed contractor's colony at permanent township, Khejuriaghat. NIT No. FS : 42 : CS : 1539/T-73/87	1.2 Lakhs	Rs. 2400/- Rs. 50/-	Four (4) months	14 9-87 at 3 p. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders receivad late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tender must be accompained by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs.................... enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. For sl. no. 3, tenderer must have valid electrical contractor's licence.
6. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Senior Engineer (Contracts),

F. S. T. P. P./N. T. P. C.

আই এন টি ইউ সির বিরাট জয়

ফরাক্কা ঃ গত ৩০ আগষ্ট এন টি পি সি এমপ্লয়িজ ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের বার্ষিক নির্বাচনে আই এন টি ইউ সি মনোনীত প্রার্থীরা সিটু ও অন্যান্য সংগঠনের প্রার্থীদের পরাজিত করে জয়ী হন। সাতজনের এক কমিটিতে জি, বি, রায় সাধারণ সম্পাদক, লক্ষ্মীপ্রসাদ ব্যানার্জী যুগ্ম-সম্পাদক এবং দুলালচন্দ্র ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

ব্যাপক ভাঙ্গন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাঙ্গন বাড়ছে ও আশপাশ গ্রামের বহু পরিবারকে ঘরবাড়ী সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। এ বছর অবস্থা আরো ভয়াবহ। অতি বর্ষণে নদীর জল বেড়েছে, তার উপর জলাধারের ছাড়া জলে বন্যা দেখা দিয়েছে। বেনিয়াগ্রাম, দেলওয়ারপুর প্রভৃতি গ্রামের বেশ কিছু অংশ গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেছে। এল সি টি ঘাটের অবস্থা অবর্ণনীয়। স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা এক সর্ব ভারতীয় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি গঙ্গার পার বাঁধানোর দাবী জানিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবীপত্র পাঠালে ফরাক্কা ব্যারেজ এ্যাডভাইসারি কমিটি ভাঙ্গন বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে বিন্দুগ্রাম থেকে নয়নসুখ পর্য্যন্ত গঙ্গার পার বাঁধানোর এক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন বলে জনৈক কমিটি সদস্য জানান। তিনি আরোও জানান, কিন্তু এ বছরেও সেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ফলে ভাঙ্গন অব্যাহত গতিতে চলেছে। গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরের এম পি জয়নাল আবেদিনের কাছেও দাবী জানান হয়েছে। ভাঙ্গনের ভয়াবহতার চিত্র লোকসভায় তুলে ধরে ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ করতে শ্রীআবেদিনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পঞ্চায়েত কর্মীর দুর্নীতিতে সাধারণের নাভিশ্বাস

বাণীপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার অঞ্চল পঞ্চায়েতে নিযুক্ত ট্যাক্স আদায়কারী বাড়ালা গ্রামের স্মরিৎ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বহু অভিযোগ। কয়েকজন চাষী আমাদের পত্রিকা দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন—তাঁরা ট্যাক্স পরিশোধ করা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত থেকে পুনরায় তাঁদের ট্যাক্স দাবী করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি ডি ও-র সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান—গ্রামের কিছু লোক এস ডি ও-র কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং প্রধান ঘটনাটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করছেন জানালে এস ডি ওর নির্দেশে আমি ঘটনাস্থলে যায়। ট্যাক্স আদায় রসিদের সঙ্গে কার্বন কপির গড়মিল চোখে পড়ে। তিনি আরও জানান—প্রধান পরেশ সরকার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী সভা ডাকেন এবং দু'এক বছরের পুরোনো রসিদ নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে আসার জন্য ঢোল দিয়ে গ্রামে গ্রামে জানিয়ে দেন।

ঋণ নিয়ে রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদপত্র পাঠান ও এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান। তাঁরা ঐ অভিযোগ পত্র মারফৎ জানান, ঋণ প্রাপকদের সম্বন্ধে তদন্ত হলে দেখা যাবে তাঁরা ঋণ পাবার যোগ্য নন। এমনকি ঋণ পেতে যে সমস্ত প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হয় তাও তাঁরা পূরণ না করেই ঋণ পেয়েছেন। তদুপরি দেখা যাবে গত ২৩ ও ২৪ জুলাই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতি ও অঞ্চল প্রধানের একত্র পরিদর্শন মাধ্যমে যে তালিকা নির্মিত হয়েছে তাও ভাঁওতা মাত্র। কেননা পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামে কোন প্রচারই করেননি। গ্রামবাসীরা কেউই উক্ত তারিখে ঋণ প্রাপকের তালিকা প্রস্তুত হবে এ কথাও জানতেন না।

শ্রমিক সভা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩০ আগষ্ট স্থানীয় গাড়ীঘাটে সি আই টি ইউ সির ডাকে নৌকা চালক ইউনিয়নের এক সভা হয়। সভায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ফেরী নৌকা পারাপারের হার পরিবর্তন, ফেরী নৌকা চালকদের জন্য আইন প্রণয়ন, পারাপারকারী নিত্য যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বালক মুখার্জী, এনামুল হক, মানিক চ্যাটার্জী প্রমুখ।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ২১ দিন ব্যাপী এক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির জোতকমল স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে সম্পন্ন হয়। ২৮ আগষ্ট এক অনুষ্ঠানে ২৬ জন শিক্ষানবীশকে মানপত্র প্রদান করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঃ আমজাদ আলী। শিবিরের প্রশিক্ষক ছিলেন সুবোধ দাস।

পাত্রী চাই

পাত্র কায়স্থ দত্ত (৩২) বি-কম, এল, ভি, বি। কলিকাতার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও অংশীদার। সল্টলেকে নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, শিক্ষিতা (চাকুরীরতা হলে ভালো হয়) পাত্রী চাই। আগামী অগ্রহায়ণে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।

জঙ্গিপুর সংবাদ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

প্রতিষ্ঠা দিবস

ধুলিয়ান ঃ গত ২৮ আগষ্ট সামসেরগঞ্জ ব্লক ছাত্রপরিষদের উদ্যোগে ছাত্রপরিষদের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ধুলিয়ান জৈন কলোনীর মোড়ে পথসভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ব্লক ছাত্রপরিষদের [illegible] রাণাপ্রতাপ সিংহ।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ

ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত